দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 04 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

ঢাবি শিক্ষককে প্রক্টরের লাথি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের প্যানেল নীল দলের সাধারণ সভায় শিক্ষকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এমনকি একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক একেএম গোলাম রাব্বানীর কয়েকটি কথার জবাব দেওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আ ক ম জামাল উদ্দীনকে লাথি দিয়ে মাটিতে ফেলে দেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) ক্যাফেটেরিয়ায় এ ঘটনা ঘটে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রক্টর।

এদিকে ঘটনার পর থেকে শিক্ষকদের এমন আচরণে সর্বত্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক ও সাবেক শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয়ও নিন্দার ঝড় চলছে।

সর্বত্র সমালোচনার ঝড়, ধিক্কার

সভায় উপস্থিত একাধিক শিক্ষক জানান, প্রক্টর অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধ্যাপক শাহ মো. মাসুম ও ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সীতেশ চন্দ্র বাছারের আঘাতে আহত হন অধ্যাপক জামাল উদ্দীন। এ সময় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামালও তার দিকে চেয়ার নিয়ে তেড়ে আসেন বলে অভিযোগ করেন অধ্যাপক জামাল উদ্দীন।

কিন্তু প্রক্টর গোলাম রাব্বানী লাথি মারার বিষয়টি অস্বীকার করে উল্টো অধ্যাপক জামাল উদ্দীন তাকে আঘাত করেছেন বলে দাবি করেছেন।

আহত শিক্ষক অধ্যাপক জামাল উদ্দীন বলেন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও ঢাবি উপাচার্যের মর্যাদার কথা ভেবে তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নতুন নিয়োগ দেননি, অথচ এ উপাচার্যের সুবিধাভোগী শিক্ষকরাই তাকে কটাক্ষ করে কথা বলছিলেন। এতে শিক্ষকদের মানসম্মানের হানি হচ্ছে ভেবে কথা বলেছিলাম বলে আমাকে এভাবে আঘাত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক আব্দুল আজিজ বলেন, জীবনেও শিক্ষকদের সভায় এ ধরনের ঘটনা দেখিনি। যদি এ ঘটনার যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে নীল দলের শিক্ষকরা আর একসঙ্গে বসব না। প্রয়োজনে মানববন্ধনেরও আয়োজন করা হবে বলে জানান তিনি।

শিক্ষকদের এ ঘটনা নীল দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়– উল্লেখ করে উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ঘটনার বিষয়ে অবগত আছি। এটি দলীয়ভাবেই সমাধান হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেন, শিক্ষকদের মধ্যে এ ঘটনা খুবই নিন্দনীয়, অপ্রত্যাশিত

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ১

ঢাবি শিক্ষককে প্রক্টরের লাথি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ও অনাকাঙ্ক্ষিত। শিক্ষকরা রাজনীতি করলেও ভুলে গেলে চলবে না তাদের আসল পরিচয় তারা শিক্ষক। গণতান্ত্রিক পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এখানে সবারই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে। শিক্ষকদের সভায়ই হোক আর ছাত্রদের সভায়ই হোক, এ ধরনের ঘটনা কেউ প্রত্যাশা করে না। শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপরাধে এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান সাবেক এ উপাচার্য।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু '৭১-এর পরে তার ধারাবাহিকতা আর ধরে রাখতে পারেননি। এই ধরনের ঘটনার মূল কারণ শিক্ষকদের রাজনীতি। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার করছে। এতে শিক্ষকরা নিজেদের আত্মপরিচয় ঠিক রাখতে পারেন না। এটা শিক্ষকদের ঘটনা বটেই, কিন্তু বাইরের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই এ ঘটনা ঘটেছে।